OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 105 - 111
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 105 - 111
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের জীবনচেতনা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প

জয়দেব হাঁসদা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজবাটি, বর্ধমান
Email ID: joydevhansda490@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Tarashankar Bandyopadhyay, Bengali fiction, Rarh region, Marginalized people, Human dignity, Social realism, Love and conflict, Superstition, Low-class society.

Abstract
Tarashankar's stories vividly depict various communities of the Rarh region, such as the Santals, Bagdis, Bouris, Bedes, and Doms. He strongly believed in human dignity, echoing the idea that humanity stands above all. in Tarini Majhi, the conflict between love and self preservation result in the triumph of survival, while the relationship between tarini and his wife sukhi highlights mutual dependence, care and affection. In Bedeni, the character Radhika represent the complexity of human desire and instinct, revealing a natural yet intense side of human nature. In contrast, Daini portrays the tragic life of superstition, exposing the ignorance and cruelty of society. In Nari O Nagini, Tarashankar explores the tension between desire, love and marital conflict through the character of Khora Sheik. Torn between his attention to the snake-woman and his love for his wife Jobeda. He faces a tragic end shaped by emotional conflict and human weakness. In motilal, he presents a poor, physically unattractive couple whole deep love and humanity shine despite hardship. Overall, Tarashankar Bandyopadhyay introduced a new direction in Bengali literature by focusing on marginalized communities. His works are marked by deep human sensitively, realistic portrayal, and a profound understanding of life's complexities.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসূরী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্যায়ে মূলত সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষের জীবনেই বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। কিন্তু, তারাশঙ্কর সেই ধারা ভেঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষের কথা সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। ছোট ছোট সুখ-দুঃখ দারিদ্র সংগ্রাম এসবকে তিনি খুব স্বাভাবিক ও সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এর ফলে গ্রামীণ জীবনের বাস্তব ছবি তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে।

তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে সমাজ ও জীবনের রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজের জন্মভূমি বাংলার রাঢ় অঞ্চলের পটভূমিকে কেন্দ্র করে। তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি ও জীবন চিত্রন খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন এবং অনুভব

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 105 - 111
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করেছিলেন এই অঞ্চলের জন্মানো, বড় হয়ে ওঠা ও জীবনে অধিকাংশ সময় কাটানোর কারণেই তিনি গ্রাম্য প্রকৃতি অঞ্চলের চিত্র সাহিত্যে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী এই অঞ্চলটিতে বসবাসকারী উচ্চ বর্ণের মানুষগুলির পাশাপাশি কাহার, দুলে, বাগদী, হাড়ি, ডোম, সাঁওতাল, বেদের মতো উপজাতি সম্প্রদায় এবং বাউল-বৈষ্ণব, শাক্ত-তান্ত্রিকদের মত সেই অঞ্চলের বহু মানুষের জীবন খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, -

> "গ্রাম্য ভদ্র জনের সমাজে, চাষী গ্রামে, বৈষ্ণব আখড়ায়, একইভাবে তাদের জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এটা বড় সুবিধা ছিল আমার। রূপ আমার ছিল না, যেটুকু লাবণ্য বা শ্রী ছিল সেটুকুও রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে এমনই পুড়ে গিয়েছিল যে কর্কট নাগ বিষ জর্জর নল রাজার সারথ্য কর্ম গ্রহণের সুযোগের মত আমিও পেয়েছিলাম তাদের সঙ্গে সমান হয়ে মিশবার সুযোগ। তাদের কথাবার্তা আচার ব্যবহার সব জেনেছিলাম সেদিন ওদেরই একজনের মত।"[১]

সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের মানুষের অন্তর্জগতকে সকলের সামনে তুলে ধরা এক গভীর দায়বোধ থেকেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। লেখক জমিদার পরিবারের জন্মগ্রহণ করেও সারা জীবন সাধারন মানুষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছেন। সামাজিক অভিজাত্যকে পাশে সরিয়ে রেখে তিনি মিশে গিয়েছেন সাধারণের ভিড়ে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, পাশাপাশি শহরে জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই দুই ভিন্ন অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তাঁর সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ ও বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। তাঁর সৃষ্টির ভিত গড়ে উঠেছে এই বহুমাত্রিক জীবন অভিজ্ঞতার উপরেই। লেখকের ভাষায়, -

> "মদ গাঁজাটা খাই না কিন্তু তার চেয়েও কোনো একটা তীব্রতর নেশায় মেতে থাকি, ঘুরে বেড়াই।"[২]

তারাশঙ্করের এই ঘুরে বেড়ানো কখনোই উদ্দেশ্যহীন ছিল না। পথে ঘাটে, প্রান্তরে নানা অভিজ্ঞতা থেকে যে জীবনচিত্র তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি তাঁর কথাসাহিত্যে রূপ পেয়েছে। তিনি বিশেষ করে মনোযোগ দিয়েছেন সমাজের প্রান্তিক ও অবহেলিত মানুষের জীবন যাপন, তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অনুভূতির দিকে। এইসব সাধারণ মানুষের জীবনকথাকে তিনি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান বিষয় করে তুলেছিলেন। ফলে তার রচনাগুলি হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গ সম্প্রদায় জীবন চেতনার একেকটি কাব্য গাঁথা।

তারাশঙ্করের লেখায় রাঢ় অঞ্চলের বিশেষ করে বীরভূম, বর্ধমানের গ্রামীণ সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। এখানে সাঁওতাল, বাগদী, বাউরী, বেদে, বোষ্টম, ডোম, মাঝি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যে এই বিপুল মানুষের আবির্ভাবের পেছনে যেমন রয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ সামাজিক অভিজ্ঞতা, তেমনি রয়েছে মানুষের জীবন মহিমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। চন্ডীদাসের উক্তি 'সবার উপরে মানুষ সত্য' - এই ধারণাটি তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সমানভাবে প্রতিফলিত। সমাজের প্রান্তিক মানুষ ও তাদের জীবন সংগ্রামেই তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। উপন্যাসের পাশাপাশি তার ছোটগল্পগুলিতেও এসব মানুষের জীবন ও বাস্তবতার সমান গুরুত্ব পেয়েছে।

> "তারাশঙ্করের গল্পে বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা নগ্ন বাস্তবতা হতেই চষিত হয়।"[৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাশৈ নানা দিক থেকে বৈচিত্র্যময়। তাঁর সাহিত্যচর্চার বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট কোনো গন্ডিতে আবদ্ধ নয়, যদিও তিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী হিসেবে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন তবুও সমাজের উচ্চবিত্তের সীমাবদ্ধ পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মাটির কাছাকাছি মানুষের জীবনকে তুলে ধরেছেন। তাদের জীবন সংগ্রামেই তাঁর সাহিত্যের মূল উপাদান হয়ে উঠেছে। বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে সাধারণ মানুষের জীবন কথাসাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব পায়। তারাশঙ্কর এই পরিবর্তনের অন্যতম পথিকৎ। তিনি শহুরে অভিজ্ঞতা জীবনের পরিবর্তে গ্রামের অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর কলমে গ্রামীন দরিদ্র মানুষের জীবন শুধু কষ্টের নয় তাদের শক্তি সাহস ও মানসিকতাও সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই ভাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 105 - 111
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাহিত্যের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আছেন সেখানে নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষের জীবন অনুভূতি ও সংগ্রাম প্রধান হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনায় মাটির গন্ধ, মানুষের সহজ সরল জীবনযাপন এবং সমাজবাস্তবতার গভীর প্রকাশ পাওয়া যায়। লেখক তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ বলেছেন, -

> "জমিদার শ্রেণী ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাক হরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনার প্রেরণায় হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল, বোধ করি এদের কথা অন্য কেউ বিশেষ করে আগে লেখেননি বা লেখেন না বলে।"[৪]

তারাশঙ্করের লেখা 'তারিণী মাঝি' ছোটগল্পে প্রেম ও আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রেমে এবং জয় হয়েছে আত্মরক্ষার। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিণী ময়ূরাক্ষী নদীর গনুটিয়া ঘাটের খেয়া পারাপারকারী মাঝি। মাঝি হিসেবে তার দক্ষতার তুলনা নেই। এই নদীকে কেন্দ্র করেই তার জীবন ও জীবিকা গড়ে উঠেছে তবে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ের ময়ূরাক্ষী শুকিয়ে প্রায় মরুভূমির মতো হয়ে যায়। তখন আর নৌকা চালানোর দরকার হয় না। তারিণীও তখন রোদে-জলে টানাটানির জীবনে পড়ে যায়। কিন্তু বর্ষা এলেই নদী আবার জেগে উঠে, বুক ভরে জল বইতে থাকে। সেই সঙ্গে তারিণীর জীবনেও যেন নতুন সজীবতা ফিরে আসে। বছরের বেশিরভাগ সময়ই যখন তার আয় একেবারেই কমে যায় এবং সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে তখন তার একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ায়, তার স্ত্রী সুখী। সুখী তারিণীর জীবনে এক অনন্য সঙ্গিনী। তারিণী উপার্জনের টাকা নষ্ট করে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে অশান্তি করলও সুখী ধৈর্য ধরে সব সহ্য করে এবং যত্ন করে স্বামীর সেবা করে। বিপদের সময়ে সুখী তারিনীর প্রধান আশ্রয়। তার মিতব্যয়িতা ও সংসারে প্রতি দায়িত্ববোধ তারিনীকে অনেকটা নিশ্চিত রাখে। এমনকি তারিনী ও তার বন্ধু ভাই কালাচাঁদের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে সুখী মধ্যস্থতা করে সমস্যা মিটিয়ে দেয়। মোটকথা তারিণীর জীবনে সুখী এক অপরিহার্য মানুষ। তারিনীর সুখীর উপর নির্ভরতার বিষয়টা ফুটে উঠে তারিণী ও কালাচাঁদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, -

> "সুখী বড় ভাল রে কেলে, বড় ভাল। উ না থাকলে আমার হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্ গতি হয় ভাই।"[৫]

একজন স্বামী তার স্ত্রীর সম্পর্কে এমন ভাবে কথা বলেন যেন তা স্বামী-স্ত্রীর গভীর সম্পর্কের এই প্রমাণ। এই সম্পর্ক যেন একই সঙ্গে প্রেম, ভালবাসা ও বিশ্বাসের বন্ধন। পরস্পরের প্রতি ভালবাসা না থাকলে এমন কথা বলা সম্ভব হত না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন বলেই সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের জীবন সংগ্রামের ভেতর থেকে স্বামী স্ত্রীর এই পারস্পসিক সম্পর্ককে এত জীবন্তভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন।

তারিনী তার স্ত্রী সুখীকে এতই ভালোবাসতো, নিজের সামর্থ্য সীমিত হলেও সে তার জন্য সোনার শাখা-বালা, কানের দুল বানিয়ে দিয়েছিল। যদি সে কেবল নিজের স্বার্থটাই ভাবতো তবে নিজের উপার্জিত টাকা দিয়ে নেশা বা আনন্দ ফুর্তিতে মেতে উঠতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। সে তার স্ত্রী সুখীর কথাও ভেবেছে। কারন সে সুখীকে জীবনের সত্যিকারের সঙ্গী হিসেবে মনে পড়ত। তারিণী মাঝে মাঝে মদ খেয়ে এসে নানা কথা বলল সুখী কখনো তার সঙ্গে তর্কে জড়ায়নি। বরং নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে এবং নিজেকে সংযত রেখেছেন। কারণ তাদের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল ভালোবাসা। তাই তারিনীর প্রতি সুখীর মনে আলাদা একটা টান ছিল। তারিনীর নিয়ে আসা নথটি সুখী পরলে তারিণী সুখীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। কেননা, -

> "সুখী তন্বী, সুখী সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।"[৬]

অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে তাদের দিনপাত হলেও তারা কিন্তু সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছিল।

তারাশঙ্করের নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে লেখা অন্যতম গল্প 'বেদেনী'। এই গল্পের বেদেনী হল রাধিকা, মাদকতা যেন তার সারা শরীরের অলংকরণ। রাধিকার স্বামী শম্ভু বাজিকর। রাধিকার এক অদৃশ্য শক্তির অগ্রগতিতে এই গল্পটি রহস্যময় করে তুলেছেন। শিবপদের সঙ্গে রাধিকার বিয়ে হয় সতেরো বছর বয়সে। কোমল মুখশ্রী মায়াবী বৃষ্টি ক্ষান্ত প্রকৃতির মানুষ শিবপদ। সে বেতের সৌখিন কাজ করতো, বাঁশি বাজাতো; সাপ বা বান্দর নিয়ে খেলা দেখানো তার কাজ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 105 - 111
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নয়। শিবপ্রদ ও রাধিকার বিয়ের পাঁচ বছর পর শম্ভু বাজিকরের সঙ্গে রাধিকার পরিচয় হয়। উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধত দৃষ্টিকোণ, কঠোর বৈশিষ্ট্য দেহ। শম্ভুর বাঘ নিয়ে খেলা বেঁচে রাধিকার মন জয় করে নিল। শিবপদ এর উপার্জিত সমস্ত টাকা দিয়ে রাধিকা শম্ভুর তাবুতে কাজে লাগিয়ে দিল। এর কয়েকবছর পর তাদের পাশের এলাকায় খেলা দেখাতে আছে কিষ্টো বাজিকর। সে লম্বা, দৃষ্টি আকর্ষণ বিশিষ্ট সরল শরীর। এই সময় রাধিকার যৌবন কানায় কানায় পূর্ণ আর শম্ভু বৃদ্ধ। রাধিকা তরুণ কিষ্টো বাজিকর দেখে যে প্রবৃত্তির তাড়নায় শম্ভুর জন্য শিবপদকে ত্যাগ করেছিল এখন একই রকম ভাবে শম্ভুকে ত্যাগ করেছে। রাধিকা নিরুদ্দেশের জীবনযাত্রার সঙ্গী হল কিষ্টো বাজিকর। শম্ভু বাজিকরের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা রাধিকাকে গ্রাস করে। শম্ভু যখন ঘুমোচ্ছিল সেই সময় তার তাবুতে রাধিকা ঘাসের ছড়ানো কেরোসিনে দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

> "টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়ে কেরোসিন সিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।"[৭]

মানব প্রকৃতির এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, বেদেনীর এই পরিণতই বোধ হয় স্বাভাবিক। কারণ, -

> "যে প্রাণলীলা কোনো সংস্করণ মানে না, কোন বাধাবন্ধকে স্বীকার করে না, শুধু আপনার বেগেই আপনি ধাবিত হয়, তার স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী মূর্তিই 'বেদেনী'তে স্বীকৃতি পেয়েছে।"[৮]

কুসংস্কারের ভিত্তিতে সমাজে একজন নারীর জীবন কতটা অসহায় হয়ে উঠতে পারে তারাশঙ্করের 'ডাইনি' গল্পে তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এই গল্পে লেখক শিক্ষার আলো নয়, বরং কুসংস্কারের অন্ধকার দিকটা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। রূপকথার মত ডাইনির প্রভাব এখানে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। একজন অসহায় নারীর জীবন সংগ্রাম লেখা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত করেছেন। এই গল্পে কুসংস্কার কিভাবে সমাজকে অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে, 'ডাইনি' তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। লেখক এক নারীর শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের পরিবর্তন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই গল্পে বৃদ্ধা ডাইনি ছোটবেলা থেকেই অনাথ সেই নারীর জীবনে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই। বৃদ্ধা ডাইনের বাস ছাতিফাটার মাঠের ধারে আমবাগানে। ছাতিফাটার মাঠের পরিবেশ যেমন রহস্যময়, তেমনি সেই নারীর জীবনো এক অদ্ভুত রহস্যভরা, -

> "একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মত অধীর হইয়া উঠিল। সহসা সে ন্যুব্জ দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটা প্রসারিত করিয়া সাধ্যমত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল।"[৯]

বৃদ্ধা ডাইনি জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল ভিক্ষা করা। ছোটবেলায় সেই আয়না ব্যবহার করত - সেটার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখত। এখন বৃদ্ধ বয়সে সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার দুঃখ কষ্টে ভরা অতীতের স্মৃতিগুলো স্মরণ করছে। বৃদ্ধা আয়নাটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে ভাবতে থাকে, -

> "কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কি পরিষ্কারই না দেখা যাইত! ছোট কপাল খানিকে ঘিরিয়া একরাশ চুল-ঘন কালো নয়, - একটু লালচে আপা ছিল চুলে; কপালের নিচেই টিকোল নাক; চোখ দুইটি ছোটোই ছিল।"[১০]

এই মেয়েটিকে দেখলে মানুষ ভয় পেত, কিন্তু সে নিজে খুব কোমল ও দয়ালু ছিল। তবে তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক - বিশাল আর নরুণচেরা বিড়ালীর মত পিংলাবর্ণ। মানুষ তার চোখের দিকে তাকালে ভয় পেত। এ কারণে সে কোথাও কাজ পেত না। স্বভাবে খুব সহজ সরল হওয়ায় সে একদিন সরকারের বাড়িতে ভিক্ষা করতে যায়। সেখানে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত মার খায়। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, তার 'নজর' পড়ায় খাওয়া খাবার খেয়ে সরকারের ছেলের পেটে ব্যথা হয়েছে। অনাথিনী এই বালিকার উপর যদি এই অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে সেটা তার অপরাধ। তাই সে সরকারের বাড়িতে গিয়ে তাদের ছেলের দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করে। সে নিজের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও তাকে ডাইনি বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তবুও তার অন্তরের মানবিকতা পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। সে চায় না তার জন্য মানুষের কোন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 105 - 111
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ক্ষতি হোক। তাই সে বুড়ো শিবতলায় গিয়ে করুনা সুরে প্রার্থনা করে বলেছে সে যেন দৃষ্টিহীন হয়ে যায়। এই অসহায় নারীর কোন তথ্য না বুঝে না জেনে লোকে তাকে ডাইনি বলে অপবাদ দিলে তার মনে সংশয় জেগে ওঠে। সেই সংশয় থেকেই সে যেন একটা বিশ্বাসযোগ্য উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছে, -

> "কেন এমন হয়, কেমন করিয়া এমন হয়, সে কথা সারা জীবন ধরিয়াও যে বুঝিতে পারা গেল না।"[১১]

সবাই তাকে ডাইনি বলে অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু এই অপবাদের বিরুদ্ধে সে কখনোই প্রতিবাদ করতে পারেনি। ধীরে ধীরে এটাকেই তার নিজের ভাগ্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। তার মনে হয়, মানুষের দেওয়া এই অপবাদগুলির মধ্যে হয়তো সামান্য হলেও সত্যি লুকিয়ে আছে। যখন কেউ ভয়ে তাকিয়ে থাকে, তখন তার বুকটা কষ্টে ভরে ওঠে। অথচ তার দৃষ্টির ফলে যাদের ক্ষতি হয়, তা ভয়ংকর। তবুও সে তো রক্ত মাংসের মানুষ, সমাজের বাইরে কোন অশরীরী সত্তা নেই। তারও ছিল শৈশব, যৌবন, স্বামী-সংসার। কোন শিশুকে দেখলেই তার মমতাময়ী হৃদয় ভালোবাসায় ভরে ওঠে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে একজন যথার্থ শিল্পী হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিটি গল্প বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, লেখক নিজে কলমে কিভাবে জীবন জীবিকা এবং তাদের অদ্ভুত পরিণতিকে এক অন্য মাত্রায় ব্যঞ্জিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের এক বিচিত্র সম্প্রদায় হল বেদে। তাদের জীবনযাপন, আচার অভ্যাসে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বেদে শ্রেণীর জীবনচর্চা কে সামনে রেখে 'নারী ও নাগিনী' গল্পের প্রতিবেদন রচনা করেন। 'নারী ও নাগিনী' গল্পের শুরুতেই লেখক বলেছেন, -

> "খোঁড়া সাপের ওঝা। শুধু ওঝা নয়, সাপ লইয়া খেলা সে করে। ... সাপ যখন থাকে, তখন খোঁড়া মজুর খাটে না। তখন দেখা যায় বিষমঢাকি, তুবড়ি বাঁশি লইয়া খোঁড়া সাপের খেলা দেখাইতে চলিয়াছে।"[১২]

যখন ঝুড়িতে সাপ থাকে না বা সাপ খেলা দেখানোর সুযোগ মেলে না, তখন তাদের বাধ্য হয়ে গৃহস্থের দরজায় গিয়ে অন্য কোন কাজের আশায় বলতে হয় যেকোন মজুরির কাজ করার কথা। আর কোন কাজ না জুটলে শেষ ভরসা হয়ে দাঁড়ায় ঝুড়ি কাধে নিয়ে ভিক্ষা করা। এমন কঠিন জীবন সংগ্রামে অভ্যস্ত নারী ও নাগিনীকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। এখানে সাপের ওঝা এবং এক ভিক্ষাজীবী খোঁড়া শেখের সাপিনীকে ঘিরে প্রেম, দাম্পত্য টানাপোড়ান এবং তার সংগ্রামী জীবনের চিত্র লেখক নাটকীয় ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

খোঁড়া শেখের প্রথমার স্ত্রী জোবেদাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসলেও সাপিনীর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরায়। এই আসক্তি এই শেষ পর্যন্ত জোবেদার ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার কারণ হয়ে উঠে এবং একটি সুন্দর দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। খোঁড়া শেখের জীবনে যেমন জীবিকার সংগ্রাম ছিল, তেমনই ছিল সংসার, স্ত্রী ও ভালোবাসার টানাপোড়ান। তবে অন্যান্য ছোটগল্পের মতো এই গল্পের সমাপ্তি সরল নয়; বরং প্রতিহিংসার পরিণতি এই এখানে শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায় - খোঁড়া শেখের জীবন শেষ হয়ে যায় জোবেদার হাতে। শেষ পর্যন্ত মানুষের ভেতরের মানবিকতা ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বই প্রকট হয়ে ওঠে, যেখানে নারী হিসেবে তারা দুজনেই এক ভিন্ন সত্তার অংশ। এই কারণে খোঁড়া শেখের জীবনে এমন পরিণতি নেমে এসে উপস্থিত হয়। তাই হয়তো খোঁড়া শেখের বয়ানে উঠে এসেছে, -

> "শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তাকে দেখতে পারতো না।"[১৩]

ওঝারা কিন্তু যাযাবর শ্রেণী নয়। ধান ভেঙে তাদের জীবিকার পরিবর্তন ঘটল তাদের মাটি একই থাকে। কিন্তু কোথাও গিয়ে এই গল্পের ট্রাজেডি যে খোঁড়া শেখ এখন, -

> "ওঝাগিরি ছেড়ে ফকিরি লইয়াছে। তাহার ভিটা টা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে।"[১৪]

আসলে এই গল্পটি এক অদ্ভুত কামনার জৈবিক বাস্তবায়ন। খোঁড়া শেখ এখানে সাপকে নিয়ে খেলা দেখালেও সাপকে সে সত্যিকারের ভালবাসে কিনা, তা বুঝা কঠিন। যদি না ভালবাসতো তাহলে সামান্য ইঁদুর দিয়ে সাপিনীকেই নিজের করে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 105 - 111
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিয়ে তার ঠোঁটে চুমু খেত কেন? আবার সে তার স্ত্রী জোবেদাকেও ভালোবাসতো। সংসারহীন এই মানুষটি অল্প কয়েকটি সুখের আশায় জোবেদাকে আপন করে নেয়। যার পরিণতি হয় জোবেদার মৃত্যুর মাধ্যমে। এটাই তার জীবনের চরম ট্রাজেডি। নারী ও নাগিনের দ্বন্দ্বে খোঁড়া শেখ শেষপর্যন্ত ফকির এ পরিণত হয়। সাপিনীর সঙ্গেও তার সম্পর্ক টেকে না; জোবেদার মৃত্যু তাকে এতটাই আঘাত করে যে সে সাপিনীকে হত্যা করতে না পেরে তাকে তাড়িয়ে দেয়। এই পরিণতির মাধ্যমেই জীবনের গভীর তাৎপর্য নিহিত।

'মতিলাল' গল্পে মতিলাল জাতিতে হাঁড়ি এবং তার পরিবার অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। সে ও তার স্ত্রী উভয়ে কুৎসিত চেহারার অধিকারী হলেও একে অপরের প্রতি তাদের টান যথেষ্ট। মতিলাল গ্রামের বাড়ি বাড়ি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, আর মতিলালের স্ত্রী ভুবন সংসারের ছোটখাটো কাজ সামলায়। তারা নিঃসন্তান দম্পতি। সন্তানের আশায় মতিলাল প্রায় ভুবনের জন্য মাদুলি এনে দেয়। মতিলাল শিশুদের ভালবাসলেও তার ভয়ংকর চেহারার কারণে শিশুরা তার কাছে আসে না। ছোট মেয়ে পার্বতী তাকে দেখে ভয় পায়। শিশুদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করলেও তার কদাকার রূপেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন হয় যে তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়। ভুবনের মাদুলি ছিঁড়ে সে বলেছিল, -

"...আমাদের ছেলে আমাদের মতো কুৎসিত হবে তো ভোবন! কাজ নাই!"[১৫]

মতিলাল তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা চিন্তা করছে। তাদের মতো পরবর্তী প্রজন্ম কুৎসিত ও নিম্নজাত বলে সারা জীবন লাঞ্ছিত না হয় সেই জন্য মতিলাল এই অন্তর ব্যথা প্রকাশ করেন। তার এই উক্তি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মানবিক। অর্থাৎ নিম্নবর্গের মানুষরা দেখতে কুৎসিত হলও সে কুৎসিত অন্তরালের আবরণে যে এক মহৎ মানবাত্মা রয়েছে তা তারাশঙ্কর তার এই আলোচ্য গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি যেমন উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, ছোটগল্পেও তেমনি তার প্রতিভা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। পারিবারিক মূল্যবোধ ও জন্মভূমির প্রতি তার গভীর টান ছিল; তাই তিনি বাংলার প্রান্তিক, নিম্নবর্গীয়, দরিদ্র, গ্রামীন ও অবহেলিত মানুষের জীবনকে আন্তরিকভাবে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। জমিদার বংশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে তিনি কখনো তুচ্ছ করেননি; বরং তাদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের একজন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রচনায় সেই বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 'তারিণী মাঝি'র ময়ূরাক্ষী নদীর মাঝি, 'বেদেনী'র বেদের মেয়ে, 'ডাইনি'র বৃদ্ধা মহিলা, 'নারী ও নাগিনী'র খোঁড়া শেখ ও তার স্ত্রী জোবেদা, 'মতিলাল' গল্পে হাঁড়ি প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীর মানুষের জীবনচিত্র তার গল্পের রূপায়িত হয়েছে। তাই তারাশঙ্করের ছোটগল্প পাঠে পাঠকসমাজ আজও রাঢ়ের বিস্তর লোকজীবন সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারেন।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'আমার সাহিত্য জীবন', বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৩
২. সরকার, সুধাংশুকুমার (সম্পাদক), 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনার ক্রমবিকাশ', পাড়ি, সোদপুর, ২০২১, পৃ. ৭৪
৩. চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, 'বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৪৭
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'আমার সাহিত্য জীবন', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৯৩
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'তারিণী মাঝি', 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প', জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৪৪
৬. তদেব, পৃ. ৪২
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'বেদেনী', 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প', জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা,২০২২, পৃ. ৭০
৮. তদেব, পৃ. ১১৮

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 105 - 111
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'ডাইনি', 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প', জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১২৩
১০. তদেব, পৃ. ১২০
১১. তদেব, পৃ. ১২২
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাছাই গল্প', বারিদ বরণ ঘোষ (সম্পাদিত), নিউ লতিকা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৯
১৩. তদেব, পৃ. ২২৪
১৪. তদেব, পৃ. ঐ
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৬৮